খসড়া

# গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
# জাতীয় নগর নীতিমালা, ২০১৪

## ভূমিকাঃ

বাংলাদেশের জাতীয় উন্নয়নে শহর ও নগরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বর্তমানে নগর জনগোষ্ঠী দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৮ ভাগ হলেও জাতীয় উৎপাদনে নগর/শহরের অবদান শতকরা ৬০ ভাগেরও বেশী, যা পল্লী অঞ্চলের তুলনায় নগর অঞ্চলের অধিক উৎপাদনশীলতার নির্দেশক। বাংলাদেশের মোট নগর জনসংখ্যা সাড়ে চার কোটির বেশী এবং শতকরা ২.৫ ভাগ হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে ৫৩২টি নগর কেন্দ্রের ভৌগলিক আয়তন ১১২৫৮ বর্গ কিলোমিটার যা দেশের আয়তনের শতকরা মাত্র ৭.৬৬%। নগর এলাকার মধ্যে বসবাসরত শতকরা ৬০ ভাগ লোকই সিটি কর্পোরেশনসমূহে এবং বৃহৎ অংশ ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বসবাস করে। যদিও রাজধানী ঢাকা এবং বন্দর নগরী চট্টগ্রামের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার আরও বেশী। অপরিকল্পিত দ্রুত নগরায়ন সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে ফলে বিদ্যমান অবকাঠামো ও পরিসেবায় বিপুল চাপ পড়ছে। বর্ধিত জনগোষ্ঠীর জন্য আবাসন, পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ সুবিধা ইত্যাদি পরিসেবা নিশ্চিত করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিকল্পিত নগরায়ন না হলে এ চ্যালেঞ্জ সরকারের পক্ষে মোকাবেলা করা সম্ভবপর নয়। অপরিকল্পিত নগরায়ন চলতে থাকলে বিদ্যমান নগর সেবাসমূহের উপর মাত্রাতিরিক্ত চাপ পড়বে। জনগণের দোরগোঁড়ায় সেবা পৌঁছানো কঠিন থেকে কঠিনতর হবে, পরিবেশ দূষিত হবে, শহর ও নগরগুলি ক্রমান্বয়ে বাসযোগ্যতা হারিয়ে ফেলবে। এখনি যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে নগর অঞ্চলের উৎপাদনশীলতাকে টেকসই করে দীর্ঘমেয়াদী বাসযোগ্য সার্বিক অনুকূল পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে না। টেকসই উন্নয়ন অর্জন করার জন্যই টেকসই নগরায়ন প্রয়োজন। উৎপাদনশীলতার বিবেচনায় নগর হলো অপার সম্ভাবনার উৎস। সামগ্রিক প্রেক্ষাপটে নগরায়নের চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলার উদ্দেশ্যে 'জাতীয় নগর নীতিমালা' প্রণয়ন করা হয়েছে, যা নগর জনগণকে সকল পরিসেবা প্রদানে সক্ষম হবে। এর ফলশ্রুতিতে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্ম একটি পরিকল্পিত নগর উপহার পাবে।

## ২। ভবিষ্যৎ রূপকল্প

নগর ও শহরগুলোকে বিকেন্দ্রীকৃত ও কার্যকর স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে পরিচালনা করে নগরায়নের ইতিবাচক দিকগুলো চিহ্নিত করে সেগুলোকে আরো শক্তিশালী করা এবং নেতিবাচক দিকগুলি পরিকল্পিতভাবে মোকাবেলার মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্থা, সুশীল সমাজ ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীসহ স্থানীয় নগরবাসীর অংশীদারিত্বে সকলের বসবাসযোগ্য পরিকল্পিত নগরায়নের মাধ্যমে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা।

## ৩। নীতিমালার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

বাংলাদেশের জাতীয় নগর নীতিমালার প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ নিম্নরূপঃ

৩.১. নগরায়ন ব্যবস্থার কাঠামোবদ্ধ ক্রমবিন্যাস, ইনক্লুসিভ ধারণা প্রবর্তন ও বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে আঞ্চলিক ভারসাম্যপূর্ণ ও পরিকল্পিত নগরায়ন নিশ্চিত করণ;

৩.২. যথাযথ আইনী কাঠামো প্রতিষ্ঠা ও অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বৈষম্য কমানো এবং দারিদ্র হ্রাসকরণ;

৩.৩. ভূমি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বসতি ও নগর সেবার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ;

৩.৪. নগর পরিবেশ বিশেষতঃ জলাধার, নদী, প্রাকৃতিক খাল, পানির প্রবাহ, উন্মুক্ত স্থান, খেলার মাঠ, উদ্যান, ইত্যাদি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন এবং অবৈধভাবে দখলকৃত জলাধার, পানির প্রবাহ পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ;

৩.৫. নগর পর্যায়ে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ এবং অধিকতর দায়িত্ব প্রদান, ক্ষমতা, সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে নগর স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করে ব্যাপক পরিসরে পরিকল্পনা প্রণয়ন, অবকাঠামো উন্নয়ন, সেবা প্রদান এবং নিয়ন্ত্রণ কর্মকান্ড পরিচালনায় সক্ষম করে তোলা;

৩.৬. অংশগ্রহণমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় নারী ও দরিদ্রসহ স্থানীয় পর্যায়ের সকল শ্রেণীর নাগরিকদের অন্তর্ভূক্তকরণ;

৩.৭. সামাজিক ন্যায়বিচার এবং জীবিকা নির্বাহের পর্যাপ্ত সুযোগ নিশ্চিত করা, ভূমির স্বত্ত্বাধিকার এবং মৌলিক সেবাসমূহ সহজলভ্য করার মাধ্যমে দরিদ্র মানুষের নিরাপত্তা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;

৩.৮. নারী, পুরুষ, শিশু, তরুণ, যুবক, বৃদ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের চাহিদা বিবেচনায় রেখে কর্মকৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

৩.৯. বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে অপরাধ ও সহিংসতা নিরসন করে সকল নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করণ;

৩.১০. নগরের ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যসমূহ সংরক্ষণ ও নান্দনিক সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণ;

৩.১১. টেকসই উন্নয়নে নগর ও পলণ্টী অঞ্চলের পারস্পরিক পরিপূরক ভূমিকা বৃদ্ধির জন্য নগর ব্যবস্থাপনা কৌশল ও পরিচালনা পদ্ধতি নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন;

৩.১২. প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবেলার জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ;

৩.১৩. সর্বস্তরে ডিজিটাল পদ্ধতি প্রবর্তনের মাধ্যমে নগর প্রশাসন এবং সেবা পরিচালন;

৩.১৪. স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা এবং স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সুশাসন নিশ্চিতকরণ।

৪। নীতিমালার অগ্রাধিকারসমূহ

৪.১. নগরায়নের বিন্যাস ও প্রক্রিয়া;

৪.২. জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে নগর পরিচালন;

৪.৩. স্থানীয় নগর পরিকল্পনা;

৪.৪. নগরের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান;

৪.৫. নগরের অর্থসংস্থান ও সম্পদ আহরণ;

৪.৬. নগর ভূমি ব্যবস্থাপনা;

৪.৭. নগর গৃহায়ন;

৪.৮. দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন;

৪.৯. নগর পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা;

৪.১০. নগর অবকাঠামো ও সেবা;

৪.১১. নগর পরিবহন ব্যবস্থাপনা;

৪.১২. জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনা;

৪.১৩. নগর সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন;

৪.১৪. জেন্ডার সচেতনতা ও সংবেদনশীলতা প্রতিষ্ঠা;

৪.১৫. নারী, শিশু, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী, পথশিশু, ভবঘুরে ও সকল নাগরিকের অধিকার সংরক্ষণ;

৪.১৬. যুব সমাজকে সম্পদ হিসেবে ব্যবহার;

৪.১৭. বিনোদনের ব্যবস্থা, খেলার মাঠ, পার্ক, উন্মুক্ত স্থান, জলাশয়, কবরস্থান, শ্মশানঘাট সংরক্ষণ;

৪.১৮. সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও নান্দনিকতার উন্নয়ন;

৪.১৯. পলণ্টী-শহর সংযোগ স্থাপন;

৪.২০. আইন শৃঙ্খলা উন্নয়ন;

৪.২১. প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন;

৪.২২. নগর গবেষণা, তথ্য ভান্ডার প্রতিষ্ঠা ও প্রশিক্ষণ।

৪.২৩. ইনক্লুসিভ ধারণা প্রবর্তন।

## ৫। বাস্তবায়নের পদক্ষেপসমূহ

রূপকল্প, লক্ষ্য ও অগ্রাধিকারসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হবে-

### ৫.১. নগরায়নের বিন্যাস ও প্রক্রিয়া

৫.১.১. নগর পরিসর/ এলাকা নির্ধারণ

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো কর্তৃক আদম শুমারীর জন্য নির্ধারিত সংজ্ঞা, স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন-২০০৯, স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন ২০০৯-এর বিধান ও নগর অঞ্চলের সংজ্ঞার উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের নগরসমূহের এলাকা নির্ধারণ ও শ্রেণীবিন্যাস করা হবে।

৫.১.২. বিকেন্দ্রীকৃত নগরায়ন

মেগাসিটি, মহানগর, মাঝারি শহর এবং ছোট শহরগুলোকে সম্পৃক্ত করে জাতীয় ও আঞ্চলিক অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সমন্বয় করে নগর বসতির একটি সমন্বিত গ্রাম-শহর সংযোগ ও পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপনসহ ভারসাম্যপূর্ণ নগরায়নের বিকেন্দ্রীকরণ ত্বরান্বিত করা হবে।

৫.১.৩. নগরায়ন এবং অভিবাসন

দেশের প্রধান প্রধান নগরী অভিমূখে অভিবাসন প্রবণতা রোধ করে সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে ভারসাম্যপূর্ণ নগরায়নে যথাযথভাবে অভিবাসন পরিচালনা করা হবে।

৫.১.৪. নগরের ক্রমবিন্যাস (Hierarchy)

নগর ক্রমবিন্যাসে ৫টি ধাপে নগরকে চিহ্নিত করে নগর ও শহরের উন্নয়নে নিম্নোক্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হবেঃ-

৫.১.৪.১ মেগাসিটি (জনসংখ্যা ১০০ লক্ষ বা তদূর্ধ্ব)ঃ মেগাসিটিতে জনসংখ্যার চাপ হ্রাসের পদক্ষেপ নেয়া হবে। বর্তমানে মেগাসিটি এলাকায় শিল্প ও অন্যান্য প্রধান খাতে বড় বিনিয়োগকে নিরুৎসাহিত করে অন্যান্য অঞ্চল ও নগরে বিনিয়োগ উৎসাহিত করা হবে।

৫.১.৪.২. মহানগর/মেট্রোপলিটন সিটি (জনসংখ্যা ৫ লক্ষ থেকে অনূর্ধ্ব ১০০ লক্ষ)ঃ মহানগর সব ধরণের কর্মকান্ডের সর্বোচ্চ পর্যায় হিসেবে সকল বিষয়ে উক্ত অঞ্চলের আঞ্চলিক কেন্দ্র হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। জনসংখ্যা নির্ধারিত সীমায় রেখে মহানগরসমূহের পরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিত করা হবে।

৫.১.৪.৩. মাঝারি শহর/জেলা শহর (জনসংখ্যা ৫০,০০০ থেকে অনূর্ধ্ব ৫ লক্ষ) জেলা/ মাঝারি শহর জেলার অভ্যন্তরীণ প্রধান বানিজ্য কেন্দ্র হিসেবে কৃষিপণ্য, প্রক্রিয়াজাত পণ্য, বসতবাড়ীর ব্যবহার্য পণ্যসহ সাধারণ ভোগ্যপণ্যের বিপণন সুবিধা প্রদান করবে; আঞ্চলিকভাবে সংযুক্ত কেন্দ্রসমূহের মধ্যে পরিবহন ও বিপণন সুবিধা প্রদান করবে; কৃষিপণ্য প্রক্রিয়াকরণ পরিকাঠামো (পণ্যপ্ল্যান্ট) প্রতিষ্ঠায় সহায়তা, ক্ষুদ্র ভোগ্যপণ্য প্রস্তুত শিল্প, বহু পরিমাণ পণ্য পরিচালনা সুবিধা দেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পরিসর, অবকাঠমো ও অন্যান্য প্রণোদনা প্রদান করবে।

৫.১.৪.৪. উপজেলা শহর, ছোট শহর/উপজেলা কেন্দ্র (জনসংখ্যা ২০,০০০ থেকে

অনূর্ধ্ব ৫০,০০০)ঃ এ শহরগুলিতে প্রশাসনিক এবং পেশাগতভাবে দক্ষ সেবা প্রদানের জন্য স্থানীয় প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধাদি থাকবে; কৃষিপণ্য, ভোগ্যপণ্য, প্রক্রিয়াজাতপণ্য এবং খামারের দ্রব্যাদি বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি করা হবে।

৫.১.৪.৫. কমপ্যাক্ট টাউন/বিকাশমান অনুকেন্দ্র/ স্থানীয় কেন্দ্র (জনসংখ্যা ২০,০০০)ঃ এ পর্যায়ের কেন্দ্রগুলো প্রয়োজনীয় গুদাম ও আড়ৎসহ বড় কৃষি বাজার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ের বাণিজ্যিক কর্মকান্ডে সহায়তা দেবে, উপজেলা ও জেলা শহরে যাতায়াতের জন্য সকল ঋতুতে ব্যবহার উপযোগী পরিবহন ব্যবস্থা থাকবে; এখানে ক্ষুদ্র পর্যায়ের কৃষি-প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও হস্তশিল্প গড়ে তোলার সুযোগ থাকবে এবং মৌলিক স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বিনোদন, প্রশাসনিক সেবা প্রাপ্তির সুবিধা থাকবে।

৫.১.৪.৬. ইউনিয়ন/গ্রাম: উপজেলা পর্যায়ে বর্তমানে নূন্যতম একটি হলেও নগর কেন্দ্র রয়েছে, কিন্তু উপজেলার অবশিষ্ট এলাকায় রয়েছে গ্রামীণ বসতি এলাকা (কৃষি, বন, প্রভৃতি)। এ সকল এলাকাকে যথাযথ ভূমি ব্যবহার বা ভৌত পরিকল্পনার আওতায় আনা হবে।

## ৫.২. জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে নগর পরিচালন

### ৫.২.১. ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ

সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে ক্ষমতায়িত করা।

### ৫.২.২. স্থানীয় সরকারের জনবল কাঠামো পুনর্বিন্যাস এবং জনবল নিয়োগ

স্থানীয় সরকারের সেবা প্রদানের সামর্থ্য বৃদ্ধি এবং টেকসই নগরায়নের জন্য স্থানীয় সরকারের প্রশাসনিক, কারিগরী, আর্থিক ও আইনী সামর্থ্য বৃদ্ধি ও যথাযথ প্রয়োগের লক্ষ্যে সেবা প্রদানের ক্ষেত্র বিবেচনায় স্থানীয় সরকারের জনবল কাঠামো পুনর্বিন্যাস এবং যোগ্য ও যৌক্তিক হারে জনবল নিয়োগ করার ক্ষমতা প্রদান।

### ৫.২.৩. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য নগর স্থানীয় সরকারের পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিচালন ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণ, বাৎসরিক উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রকাশ, স্থানীয় সরকারের বিভিন্ন সভা, রিপোর্ট, তথ্য-উপাত্ত উন্মুক্ত করা, ব-মঢ় এর মাধ্যমে ক্রয় প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনয়ন, কার্যক্রম ঙহষরহব মনিটরিং, স্বাধীন অডিটিং নিশ্চিত করা। এছাড়াও ঈড়হভষরপঃ ড়ভ ওহঃবৎবংঃ আইন, স্থানীয় সরকারের নির্বাচিত ও অনির্বাচিত কর্মকর্তাদের জন্য ঈড়ফব ড়ভ ঊঃযরপং প্রণয়ন করা হবে।

### ৫.২.৪. সুশাসনের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

৫.২.৪.১. জাতীয় নগর উন্নয়ন কাউন্সিল- প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে সংশিণ্টষ্ট মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীগণ, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলরগণের প্রতিনিধি, মেয়র ও কাউন্সিলরগণের স্বীকৃত সংগঠনের সদস্য, সংশিণ্টষ্ট সংস্থার প্রধান সমন্বয়ে জাতীয় নগর উন্নয়ন কাউন্সিল গঠন করা। এ কাউন্সিল নগরায়ন সংক্রান্ত দিক নির্দেশনা প্রদান করবে।

৫.২.৪.২. স্থানীয় সরকারের জন্য দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও ক্রমবর্ধমান নগর কেন্দ্রিক সমস্যা সমাধানে স্থানীয় সরকার বিভাগ পুণর্গঠন করা।

৫.২.৪.৩. স্থানীয় সরকার বিভাগের পরামর্শক্রমে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED) এবং জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (NILG) সকল প্রকার স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণে সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখবে।

৫.২.৪.৪. ঢাকা মহানগর হলো ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর আওতাভুক্ত এলাকাসহ ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রশাসনিক এলাকা। ঢাকা মহানগর উন্নয়ন পরিকল্পনা সমন্বয়ের জন্য একটি কাউন্সিল সৃজন করা হবে। ঢাকা মহানগর এলাকার একজন সংসদ সদস্য মন্ত্রীর পদমর্যাদায় এ কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের

দায়িত্ব পালন করতে পারেন। ঢাকার উভয় সিটি কর্পোরেশনের মেয়রদ্বয়, রাজউকের আওতাধীন সকল পৌরসভার মেয়র, ঢাকা মহানগরীর সকল সংসদ সদস্য ও সরকার নিযুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ এ কাউন্সিলের সদস্য হতে পারেন।

৫.২.৪.৫. রাজউকের মহাপরিকল্পনা অনুসারে রাজউক অধিক্ষেত্রভুক্ত সকল এলাকার মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও নবায়ন করার দায়িত্ব রাজউকের এবং স্থানীয় সরকারের (পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন) উন্নয়ন কার্যক্রম স্ব-স্ব স্থানীয় সরকারের আওতাধীন থাকবে।

৫.২.৪.৬. সিটি কর্পোরেশন নগর উন্নয়ন কমিটি

মেয়রের নেতৃত্বে প্রত্যেক সিটি কর্পোরেশনের একটি নগর উন্নয়ন কমিটি থাকবে। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানের সাথে কার্যক্রমের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ইনক্লুসিভ ধারণা প্রবর্তন ও বাস্তবায়নের জন্য এই কমিটি গঠিত হবে। সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রমকে নিম্নলিখিতভাবে বিকেন্দ্রীকরণ করা হবেঃ

৫.২.৪.৬.১. আঞ্চলিক/ জোনাল কমিটি

সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি জোনে জোনাল কমিটি কাজ করবে। এ কমিটির চেয়ারম্যান মেয়র কর্তৃক বা জোনাল ওয়ার্ডগুলোর কাউন্সিলরদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন এবং জোনের অন্তর্ভুক্ত সকল ওয়ার্ড কাউন্সিলর এ কমিটির সদস্য হবেন। এছাড়াও বেসরকারি প্রতিনিধি, পেশাজীবি ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিরা এই কমিটির সদস্য হবেন।

৫.২.৪.৬.২. ওয়ার্ড কমিটি

ওয়ার্ড কাউন্সিলরের নেতৃত্বে সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি ওয়ার্ডে একটি ওয়ার্ড কমিটি থাকবে। কাউন্সিলরের সুপারিশে মেয়র এ কমিটির সদস্য নিয়োগ করবেন। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, সুশীল সমাজ, ঈইঙ ও ঘএঙ'র প্রতিনিধি কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করবে।

৫.২.৪.৭. কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠনঃ

সিটি কর্পোরেশনের কাজে জনগণের সম্পৃক্ততা নিশ্চিতকরণে প্রতি ওয়ার্ডে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (সিবিও)/ সিভিল সোসাইটি কমিটি গঠিত হবে। কমিটির সদস্যবৃন্দ নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করবে।

৫.২.৪.৮. পৌরসভা উন্নয়ন কমিটি

প্রত্যেক পৌরসভায় একটি পৌরসভা উন্নয়ন কমিটি থাকবে। সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে কার্যক্রমের অংশীদারিত্বের মাধ্যমে ইনক্লুসিভ ধারণা প্রবর্তন ও বাস্তবায়নের জন্য এই কমিটি গঠিত হবে। পৌরসভা কার্যক্রমকেও নিম্নলিখিতভাবে বিকেন্দ্রীকরণ করা হবেঃ

৫.২.৪.৮.১. ওয়ার্ড কমিটি

ওয়ার্ড কাউন্সিলরের নেতৃত্বে পৌরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডে উন্নয়ন কমিটি থাকবে। কাউন্সিলরের সুপারিশে মেয়র এ কমিটির সদস্য নিয়োগ করবেন। এই কমিটিতেও বেসরকারি প্রতিনিধি, সুশীল সমাজ, ঈইঙ ও ঘএঙ'র প্রতিনিধি থাকবে।

৫.২.৪.৮.২. কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠনঃ

পৌরসভার কাজে জনগণের সম্পৃক্ততার জন্য প্রতি ওয়ার্ডে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন (সিবিও)/সিভিল সোসাইটি কমিটি গঠিত হবে। কমিটির সদস্যবৃন্দ নিজেদের মধ্য থেকে একজনকে চেয়ারম্যান নিযুক্ত করবে।

৫.২.৪.৯. অন্যান্য শহর এলাকার জন্য নগর কমিটি ঃ

পৌরসভা বহির্ভূত সকল ইউনিয়ন সদর দপ্তরে একটি করে নগর কমিটি গঠিত হবে। সংশিণ্ঢষ্ট ইউনিয়নের চেয়ারম্যান উক্ত কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হবেন এবং কমিটির সদস্য হিসাবে সকল ওয়ার্ডের সদস্যবৃন্দ, বিভিন্ন শ্রেণী পেশার প্রতিনিধি এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিবৃন্দ অন্তর্ভুক্ত হবেন।

**৫.৩. স্থানীয় নগর পরিকল্পনা**

৫.৩.১. নগর উন্নয়ন ইউনিট

সক্ষমতা বৃদ্ধি, প্রশাসনিক সংস্কার, কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি, জনসম্পদ উন্নয়ন, রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি, অবকাঠামো উন্নয়ন ও জনগণের সাথে স্থানীয় সরকারের সম্পৃক্ততা বাড়ানোর মাধ্যমে প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ করা হবে। নগর পরিকল্পনার জন্য প্রতিটি মেগাসিটি, মহানগর, মাঝারি শহর/জেলা শহর এবং উপজেলা শহরে নগর স্থানীয় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সেবা বিবেচনা করে একটি করে উপযুক্ত জনবল কাঠামোসহ কার্যকর পরিকল্পনা ইউনিট থাকবে।

৫.৩.২. নগর উন্নয়নে স্থানীয় অংশীদারদের সম্পৃক্ততা

নগর উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় নারী ও দরিদ্র জনগোষ্ঠী, বেসরকারি খাতের প্রতিনিধি ও সকল শ্রেণী পেশার নাগরিকদের সম্পৃক্ত করে সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা মেয়রের নেতৃত্বে নগর সমন্বয় কমিটি (TLCC) গঠন করা হবে।

৫.৩.৩. মাস্টার পণ্ঢ্যান বা মহাপরিকল্পনা

মাস্টার পণ্ঢ্যান তথা কৌশলগত পরিকল্পনা/পৌরসভা অবকাঠামো বিনিয়োগ পরিকল্পনা/সিটি কর্পোরেশন/নগর স্ট্রাকচার পণ্ঢ্যান/আরবান এরিয়া পণ্ঢ্যান/ডিটেল এরিয়া পণ্ঢ্যান/সামাজিক উন্নয়ন পণ্ঢ্যান তৈরীর জন্য সকল উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ/সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা/ উপজেলা স্ব স্ব অধিক্ষেত্রে ব্যবস্থা নিবে।

৫.৩.৪. উন্নয়ন পরিকল্পনা

স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিনিয়োগ পরিকল্পনাসহ উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরী করবে। এক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলোর দিকে বিশেষ নজর দেয়া হবেঃ

- পরিকল্পিতভাবে ভূমির মিশ্র ও সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করে উচ্চ ঘনত্বের পাড়া/মহলণ্ঢা (কমিউনিটি) তৈরী করা হবে যেমনঃ আবাসিক এলাকার সাথে অফিস ও বাণিজ্যিক এলাকা;
- নগর এলাকায় কার্যকর, নিরাপদ ও গতিশীল পরিবহন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা;
- সকল ধর্ম, বর্ণ, আয়, পারিবারিক কাঠামো ও বয়স্ক নাগরিকের জন্য ইনক্লুসিভ পাড়া, মহলণ্ঢা তৈরী করা;
- সকল সুবিধা ও অবকাঠামোতে নারী, শিশু, প্রতিবন্ধীসহ সকল স্তরের আয়ের লোকের প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা; এবং
- পার্ক, নদী, খাল, ছরা, স্থানীয় জলাভূমি, ইত্যাদিকে কমিউনিটি পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করা।

**৫.৪. নগরের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান**

৫.৪.১.অর্থনৈতিক উন্নয়নের পরিবেশ

সরকার এবং নগর কর্তৃপক্ষ স্থানীয় অর্থনীতির উন্নয়নে সহায়ক ও দিক নির্দেশক পরিবেশ সৃষ্টি করবে। ফলে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগসমূহ সর্বোচ্চ বিনিয়োগের সহযোগিতা ও পথ নির্দেশনা পাবে।

৫.৪.২. কারিগরী শিক্ষা

কারিগরী শিক্ষার বিষয়সমূহ স্কুল, কলেজের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত করে যুব সমাজকে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট ব্যবসা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ প্রদান, সম্ভাবনাময় খাতের জন্য দক্ষ কর্মী তৈরীতে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সাধারণ দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ (যেমনঃ সাক্ষরতা, কাজ খোঁজার দক্ষতা প্রভৃতি) প্রদানের মাধ্যমে কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৫.৪.৩ বিভিন্ন ধরণের শিল্পের জন্য ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনার মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট ও পৃথক অঞ্চল তৈরী। যেমনঃ

- উচ্চ প্রযুক্তি নির্ভর শিল্প-অঞ্চল;
- রপ্তানী প্রক্রিয়াকরণ/শুল্কমুক্ত বাণিজ্যিক অঞ্চল;
- মধ্যম, ছোট ও ক্ষুদ্র উদ্যোগের জন্য শিল্পাঞ্চল; এবং
- মিশ্র ব্যবহার অঞ্চল (আবাসিক/বাণিজ্যিক/শিল্প কারখানা/বসতবাড়ী)।

৫.৪.৪ ব্যক্তি মালিকানায় ক্ষুদ্র উদ্যোগে অনুদান/ভর্তুকি বিশেষ সহায়তা প্রদানসহ প্রাথমিক অবস্থায় শিল্প তৈরীর উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করাসহ ব্যবস্থাপনা এবং বিপণনে সহায়তা দেয়া।

৫.৪.৫ অবকাঠামো ও সেবা উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কিছু অনুদান প্রদান করা হবে; যেমনঃ নির্ভরযোগ্য ও সাশ্রয়ী পৌরসেবা প্রদান, দক্ষ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ, সামাজিক বিনোদনের সুযোগ তৈরী প্রভৃতি।

৫.৪.৬ মহলণ্ঢাভিত্তিক সংগঠনের মাধ্যমে ব্যবসা ও সমবায় ব্যবস্থা, স্থানীয় বিনিময় ব্যবস্থা, মহলণ্ঢাভিত্তিক পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রভৃতিকে উৎসাহিত করা।

৫.৪.৭ আনুষ্ঠানিক পুঁজিতে ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহের সহজগম্যতা নিশ্চিত করা। তাদেরকে সহায়তার জন্য অন্যান্য সহায়ক উদ্যোগ গ্রহণ যেমনঃ পরামর্শ, প্রশিক্ষণ, জায়গার ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সুযোগ, তথ্যকেন্দ্র স্থাপন, ইত্যাদি।

**৫.৫ নগরের অর্থ-সংস্থান ও সম্পদ সমাবেশ**

৫.৫.১ কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরতা হ্রাস ও নিজেদের প্রশাসনিক এলাকা ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে নগরের স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের নিজস্ব তহবিল বৃদ্ধির মাধ্যমে আর্থিক ভিত্তি শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজনীয় কৌশল প্রণয়ন করা। প্রাথমিক অবস্থায় ঈধঢ়রঃধষ ওহাবংঃসবহঃ এর মাধ্যমে মৌলিক অবকাঠামো নির্মাণে কেন্দ্রীয় সরকার সহায়তা প্রদান করবে।

৫.৫.২ অর্থনৈতিক উন্নয়নে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য নাগরিক ও পরিবেশের উপর কোনো নেতিবাচক প্রভাব না ফেলে আর্থিকভাবে লাভজনক সৃজনশীল পন্থা উদ্ভাবন করা।

৫.৫.৩ স্থানীয় ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নে সুনামের অধিকারী স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ আর্থিক অংশীদারিত্বের বন্ড জারী করতে বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। এরূপ উদ্যোগসমূহকে লাভজনক করতে যথাযথ সম্ভাব্যতা যাচাই করাসহ স্থানীয় প্রতিষ্ঠান বাজারের গতিবিধি ও প্রবণতাকে কাজে লাগাবে যাতে করে স্বীয় উদ্যোগে লাভজনক বিনিয়োগে উৎসাহী হয়।

৫.৫.৪ পর্যাপ্ত এবং প্রশিক্ষিত মানব সম্পদ বৃদ্ধির মাধ্যমে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে শক্তিশালী করা।

৫.৫.৫ স্থানীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের কর ব্যবস্থাপনাকে আধুনিকায়ন করা।

**৫.৬ নগর ভূমি ব্যবস্থাপনা**

৫.৬.১ পরিবেশগতভাবে সংবেদনশীল এলাকাসমূহের জন্য হুমকি সৃষ্টিকারী কার্যক্রম হ্রাস করে সংবেদনশীল/ঝুঁকিপূর্ণ ভূমি সম্পদ সংরক্ষণ করা;

৫.৬.২ শহর এলাকায় পরিবেশ ব্যবস্থাপনা চর্চার মাধ্যমে সম্ভাব্য দুর্যোগ প্রবণ ভূমির নিরাপদ ব্যবস্থাপনা;

৫.৬.৩ জনগণের অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্মুক্ত স্থানসমূহ সংরক্ষণ; কার্যকর পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে বিনোদনের জন্য বড় পরিসরে বিনিয়োগের সম্ভাবনা সৃষ্টি এবং পানি শোষণের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করা;

৫.৬.৪ বিদ্যমান আইনের আলোকে যথাযথ পদক্ষেপের মাধ্যমে ঐতিহাসিক স্থাপত্য ও সাংস্কৃতিক নিদর্শনসমূহ সংরক্ষণ করা।

৫.৬.৫ প্রচলিত আইন যুগোপযোগী করণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে পরিকল্পিত উপায়ে নগরায়ন নিয়ন্ত্রণ করা।

৫.৬.৬ দরিদ্র জনগণের জন্য ভূমির সরবরাহ বাড়াতে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেয়া হবে ঃ

- ভূমি ব্যবস্থাপনায় ডিজিটাল এবং এওঝ প্রযুক্তির আবশ্যিক প্রয়োগ;
- দীর্ঘ সময় পর্যন্ত কোনো উন্নয়ন সাধন ব্যতিরেকে জমি ফেলে রাখার প্রবণতা নিরুৎসাহিত করার জন্য নতুন কর আরোপ;
- ভূমি পুন:সমন্বয়ের মাধ্যমে স্বল্প মূল্যের জমি এবং গৃহ নির্মাণের জন্য স্থান অন্তর্ভুক্তি;
- ভূমির অংশীদারিত্বমূলক (ল্যান্ড-শেয়ারিং) প্রকল্প গ্রহণ;
- দরিদ্রদের আবাসনের জন্য খাস জমি বরাদ্দ/বন্দোবস্ত দেয়ার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।

৫.৬.৭ ভূমি ব্যবস্থাপনায় নগর পরিকল্পনার বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবহার

- জনস্বার্থ সংশিণ্টষ্ট পরিবেশের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ অথবা সাংস্কৃতিক গুরুত্বসম্পন্ন এবং সংবেদনশীল ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমি সম্পদের ক্ষেত্রে আইনগত কৌশল যেমন ঃ জোনিং, সাব-ডিভিশন বিধিমালা, ইমারত নির্মাণ বিধিমালা, ভূমি উন্নয়নের ক্ষমতা হস্তান্তর ইত্যাদি প্রয়োগ;
- নির্দিষ্ট লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে ভূমি উন্নয়নে উৎসাহ প্রদানে অর্থনৈতিক প্রণোদনা অথবা উৎসাহমূলক সহায়তা যেমন ঃ কর রেয়াত, ভূমি হস্তান্তর বা উন্নয়নের বা উন্নয়ন কর রেয়াত প্রদান;
- বাস্তব প্রয়োজনে পুন:সমন্বয় (Readjustment), পুন:বন্টন (Redistribution) ও পুন:গঠন (Revitalization) এর মাধ্যমে আবাসন সমস্যা দূরীকরণ।

৫.৬.৮ ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনায় অঞ্চল ভিত্তিক বিভাজন (তড়হরহম)

জটিল পরিবেশগত এলাকাসমূহ যেমন: দুর্যোগ প্রবণ এলাকায় নিয়ন্ত্রিত উন্নয়ন, বিরোধপূর্ণ ভূমির বিভাজন প্রভৃতি অঞ্চল সুরক্ষার জন্য ভূমি ব্যবহার জোনিং একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হিসেবে কার্যকরভাবে ব্যবহারের লক্ষ্যে-

- ভূমির অকৃষি ব্যবহারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে উৎপাদনশীল কৃষি ভূমি রক্ষা করা;
- প্রাকৃতিক জলাধারের পরিবেশ সংরক্ষণ ও পানি প্রবাহ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে জলাভূমিতে সকল কর্মকান্ডের নিয়ন্ত্রিত অনুমতি প্রদান করা;
- প্রাকৃতিক খাল এবং পুকুর সংরক্ষণ করা;
- নমনীয় নক্সা প্রদানের মাধ্যমে পরিকল্পিত বসত উন্নয়ন করে বড় দাগের ছোট অংশে বসতি গড়ে তোলা এবং অন্য বৃহৎ অংশ কৃষি বা উন্মুক্ত স্থান হিসাবে সংরক্ষণ করা। পাশাপাশি বিনোদন, ভবিষ্যৎ ব্যবহার, সবুজ বেষ্টনী প্রভৃতি

শিরোনামে ভূমি বরাদ্দ দেয়ার মাধ্যমে উন্মুক্ত স্থান সংরক্ষণ করা;

- ঐতিহাসিক স্থান সংরক্ষণের উপযোগী পরিবর্তিত ভূমি ব্যবহার অনুমোদন ও ইমারত ব্যবহারের উপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা;
- পাহাড় বেষ্টিত এলাকা বিশেষ করে চট্টগ্রাম, সিলেট ও কক্সবাজার শহরে টিলা ও পাহাড় সংরক্ষণ করা;
- শহরের নিকটবর্তী অঞ্চল বা শহরতলী এলাকাকে অপরিকল্পিত উন্নয়ন থেকে রক্ষা করা।

৫.৬.৯ ভূমি উন্নয়ন

- সরকারি বেসরকারী অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ভূমি উন্নয়ন করা;
- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভূমি উন্নয়নে বেসরকারী খাতের অংশগ্রহণের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা।

**৫.৭ নগর গৃহায়ন**

৫.৭.১ কার্যকর আবাসন বাজার সৃষ্টি

- আবাসনের প্রকৃত চাহিদা ও যোগানের আলোকে আবাসন বাজার সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ;
- আইনগত কাঠামো (যেমনঃ ভূমি ব্যবহার নীতিমালা, বিল্ডিং কোড, বিল্ডিং স্ট্যান্ডার্ড প্রভৃতি) প্রয়োজন অনুসারে পর্যালোচনাপূর্বক উপযোগী করা;
- সম্পত্তি হস্তান্তর প্রক্রিয়া স্বচ্ছ করার লক্ষ্যে ভূমি নিবন্ধন পদ্ধতি আরও সহজ করা;
- আবাসনের প্রয়োজনীয় ভূমি চাহিদা মেটানোর জন্য করারোপসহ যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ।

৫.৭.২ কমিউনিটিভিত্তিক আবাসন নির্মাণে সহায়তা প্রদান

- সমন্বিত ভূমি ব্যবহার নীতিমালার আওতায় ‘নিজের বাড়ি নিজে গড়ি’ উদ্যোক্তাকে উৎসাহ প্রদান;
- গৃহ নির্মাণ সামগ্রী সহজলভ্য করার মাধ্যমে মানুষের নিজ প্রচেষ্টায় বাড়ি নির্মাণের উদ্যোগকে উৎসাহ প্রদান;
- স্ব-নির্মিত গৃহের গুণগতমান বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় কৌশল ও নীতিমালা প্রণয়ন;
- স্ব-নির্মিত গৃহ তৈরীতে মহলণ্চাভিত্তিক সংগঠন এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহের সহায়তাকারী ও উৎসাহদানকারী ভূমিকাকে উদ্বুদ্ধ করা।

**৫.৮ দারিদ্র হ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন**

৫.৮.১ অর্থ প্রবাহের উৎস সন্নিবেশ

আবাসন সংশিণ্চষ্ট আর্থিক সংস্থাগুলো সনাতন বাজারকেই সহায়তা প্রদান করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জনগণের একটা বড় অংশ যারা দুঃস্থ, বঞ্চিত, নিম্ন আয়ের মানুষ ও দরিদ্র তারা বাদ পড়ে যায়। আবাসন ক্ষেত্রে কাজ করছে এমন আর্থিক সংস্থা নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীকে সেবা প্রদান বৃদ্ধি করবে। আবাসনের ঋণ প্রদানের ক্ষেত্রে নতুন ধরণের আর্থিক ব্যবস্থা তৈরী করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হবেঃ

-স্বল্প মূল্যে আবাসন সুবিধা তৈরীর জন্য পাড়া/মহলণ্ঢাগুলোকে বহুমূখী মহলণ্ঢাভিত্তিক সংগঠন (CBO) করার জন্য উৎসাহ প্রদান করে আবাসনের জন্য নতুন ধরণের আর্থিক ব্যবস্থা তৈরী;

-আবাসন ক্ষেত্রে নতুন ধারার ঋণ প্রদানকারী/অর্থায়নকারীদের উৎসাহিত করার জন্য বিদ্যমান আইন, নীতিমালা এবং প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি পর্যালোচনা করে আরও শক্তিশালী করা;

-আবাসন ক্ষেত্রে নন-ব্যাংকিং আর্থিক সংস্থাসমূহ যেমন: পাড়া/ মহলণ্ঢাভিত্তিক সঞ্চয় সমবায় সমিতি, সমবায় ইউনিয়ন প্রভৃতি প্রসারে পদক্ষেপ গ্রহণ। স্থানীয় সঞ্চয় সঠিকভাবে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও কমিউনিটি কার্যক্রমের মাধ্যমে আবাসন ও অবকাঠামো নির্মাণ কাজে সহায়তা করার জন্য সরকারি ও অন্যান্য আর্থিক সংস্থার সাথে অংশীদারিত্বের পদ্ধতিকে উৎসাহিত করা;

৫.৮.২ ভাড়াভিত্তিক আবাসন ব্যবস্থায় সহায়তা

নিম্ন আয়ের মানুষের একটি বড় অংশের আবাসন সমস্যা মেটানোর লক্ষ্যে আবাসিক অবকাঠামো নির্মাণপূর্বক ভাড়াভিত্তিক আবাসন ব্যবস্থাকে উৎসাহ প্রদান করা;

৫.৮.৩. যথাযথ গৃহ নির্মাণ উপকরণ ও প্রযুক্তি

পরিবেশ বান্ধব স্থানীয় গৃহ নির্মাণ উপকরণ তৈরীর কারখানা স্থাপনে উৎসাহ প্রদান, পরিবেশ বান্ধব ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে সহজলভ্য গৃহ নির্মাণ প্রযুক্তি উদ্ভাবনকে উৎসাহিত করা এবং এ ধরণের প্রযুক্তি সহজে হস্তান্তরে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। পরিবেশ বান্ধব গৃহনির্মাণ পণ্য ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে স্থানীয় সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকান্ডের উপর গুরুত্ব দেয়া হবে।

৫.৮.৪. দরিদ্রদের জন্য আবাসন ও বস্তি উন্নয়ন

প্রয়োজনীয় পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে বস্তি উচ্ছেদ কার্যক্রম নিরুৎসাহিত করা হবে। মহাপরিকল্পনায় বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনের এলাকা নির্দিষ্ট করে বস্তিগুলোকে ‘রক্ষাযোগ্য (Tenable)’ ও ‘রক্ষা অযোগ্য’ (Untenable)হিসাবে মূলগত অবস্থার উত্তরণ ও উন্নয়নের জন্য তালিকাভুক্ত করা হবে। যে সকল বস্তি ও অন্যান্য বসতি ‘রক্ষা অযোগ্য’ হিসাবে তালিকাভুক্ত হবে সেগুলো যথাযথ স্থানান্তর ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত ন্যূনতম মৌলিক সেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে। সরকার/নগর কর্তৃপক্ষ নগর দরিদ্রদের অবকাঠামোর অভিগম্যতা এবং অন্যান্য অনানুষ্ঠানিক বসতির সকল আধিবাসীর পরিসেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করবে। বস্তি উন্নয়ন সরকারের অগ্রাধিকার কর্মসূচি হবে যার স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিত করত: দ্রুত কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রাধান্য পাবে।

৫.৮.৫ আবাসনে প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন

আবাসন খাতের ব্যাপক ঘাটতি মেটাতে ও বিপুল সংখ্যক গৃহহীনদের আবাসন চাহিদা পূরণে বিদ্যমান সংস্থাসমূহকে কার্যকরী করার জন্য সরকার প্রয়োজনীয় নীতিমালা ও কৌশল প্রবর্তন করবে। আবাসন নগরের ভৌত ও অবকাঠামো পরিকল্পনার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে গণ্য হবে। সরকারি সংস্থাসমূহ আবাসন সুবিধা দেয়ার ক্ষেত্রে মূখ্য ভূমিকা পালন করবে এবং বেসরকারি যে সকল প্রতিষ্ঠান স্বল্প মূল্যে দরিদ্রদের জন্য আবাসন তৈরিতে নিয়োজিত তাদের আর্থিক প্রণোদনার ব্যবস্থা করা গুরুত্ব পাবে।

৫.৮.৬ নগর দরিদ্রদের জন্য বিশেষ অঞ্চল

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্মসংস্থান ও উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ নিশ্চিতকরণে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও হকারদের জন্য নির্দিষ্ট অঞ্চল নির্ধারণ করবে। এ ধরণের বিশেষায়িত এলাকা

পরিকল্পিত বসতি উন্নয়নে যথাযথ হবে।

৫.৮.৭ অবকাঠামোগত সেবার সহজলভ্যতা

নিরাপদ পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন, বিদ্যুৎ, জ্বালানী, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অবকাঠামো ও সড়ক অবকাঠামো সহজলভ্য করার লক্ষ্যে বিশেষ নজর দেয়া হবে। অবকাঠামো সেবা প্রকল্পের নকশা প্রণয়ন, বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নারী, প্রতিবন্ধী ও শিশুদের বিশেষ চাহিদা গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হবে।

৫.৮.৮ সহায়ক অনানুষ্ঠানিক খাতের কার্যাবলী

অনানুষ্ঠানিক খাতের শ্রমজীবি মানুষের (যেমন ঃ হকার, দিনমজুর, কারিগর, পথশিশু, নারী প্রভৃতি) আয়ে প্রতিবন্ধক কোন আইনগত ব্যবস্থা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করবে না। অনানুষ্ঠানিক খাতের কর্মকান্ডকে সহায়তা দানের জন্য নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেঃ

- ঋণ সুবিধায় সহজলভ্যতা;
- বিপণন সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ ও পরামর্শ প্রদান;
- কারিগরী দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান;
- বাণিজ্যিক নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ ও তথ্য বিনিময়ের সুযোগ প্রদান;
- পরিবারভিত্তিক আয়ের সুযোগ সৃষ্টি; এবং
- পরিকল্পিত অনানুষ্ঠানিক খাতকে সহায়তা করা।

## ৫.৯ নগর পরিবেশ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

৫.৯.১ অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় জনগণ, এনজিও সমন্বয়ে পরিকল্পনা এবং ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রণয়ন করা।

৫.৯.২ পরিবেশগত অবকাঠামো সমন্বিত ব্যবস্থা

রোগ ও দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু কমানোর উদ্দেশ্যে প্রতিরোধক কর্মসূচী এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা ও জরুরী স্বাস্থ্য সেবাসমূহের সাথে সম্পর্কযুক্ত নগর সেবাসমূহ প্রদানে গুরুত্ব দেয়া।

৫.৯.৩ নগর সেবা পরিচালনা উন্নতিকরণ এবং ব্যয় পুনরুদ্ধার

স্থানীয় সরকারের সম্পদের মূল্য নির্ধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে জনগণের কাছ থেকে ক্রমবর্ধমান ব্যয় পুনরুদ্ধার করার জন্য সেবার সামর্থ্য বাড়িয়ে বাৎসরিক বাজেটের উপর চাপ কমানো।

৫.৯.৪ কমিউনিটি ভিত্তিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন

বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যয় কমানো, বর্জ্যের পরিমাণ কমানো (Reduce) বর্জ্যদ্রব্যের পুন:ব্যবহার (Reuse), বর্জ্যদ্রব্যকে জবপুপষরহম, বর্জ্য অপসারণের জন্য মাশুল আরোপ, কম্পোস্টিং-এ উৎসাহ এবং বর্জ্য সংগ্রহকারী কাজকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার লক্ষ্যে সহযোগিত করা। কমিউনিটি ভিত্তিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা করা।

৫.৯.৫ সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে অংশীদারিত্ব স্থাপন

বেসরকারি খাত, ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান, কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠন (CBO) এনজিও এবং উপানুষ্ঠানিক (Informal) প্রতিষ্ঠানসমূহ কার্যকর ও ব্যয় সাশ্রয়ী নগর পরিবেশ বিষয়ক

সেবা প্রদান করতে পারবে। স্থানীয় সরকার এবং জনপ্রশাসন এ বিষয়ে (আইনী ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো নিশ্চিত করবে) সহায়তা করবে।

৫.৯.৬ অর্থনৈতিক ও অর্থনীতি বহির্ভূত আইনী হাতিয়ার

সরকার/স্থানীয় কর্তৃপক্ষ আইনী কাঠামোর আওতায় প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থনৈতিক (যেমনঃ মাশুল, জরিমানা এবং ভর্তুকি অর্থাৎ স্বল্প ঋণ, কর বিভাজন এবং অনুদান প্রভৃতি) ও অর্থনীতি বহির্ভূত হাতিয়ার (যেমনঃ কার্যক্রম সুনির্দিষ্টকরণ, মানদন্ড ও কার্য-সম্পাদন সুনির্দিষ্টকরণ, কারিগরী তথ্য সরবরাহের ব্যবস্থা, জনগণের কাছে কার্য-সম্পাদন উপস্থাপন প্রভৃতি) সমন্বিতভাবে অথবা ভিন্নভাবে প্রয়োগ করতে পারবে।

৫.৯.৭ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা

জনগণ এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে নগরীর প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের উদ্দেশ্যে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ নিজস্ব সক্ষমতা বৃদ্ধি ও সমন্বিত কৌশল গ্রহণ করবে।

## ৫.১০. নগর অবকাঠামো ও সেবা

৫.১০.১ অবকাঠামো খাতে বিনিয়োগ ও ব্যবস্থাপনা

ক) শহরের পরিসর ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাড়তি বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা;

খ) বর্ধিত চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যমান অবকাঠামোর সাথে সমন্বয় করে বাড়তি অবকাঠামো নির্মাণে বিনিয়োগ করা;

গ) ইতোমধ্যে নির্মিত অবকাঠামো প্রতিস্থাপন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিনিয়োগ করা।

৫.১০.২ দক্ষতা বৃদ্ধি

অবকাঠামো উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে নতুন বিনিয়োগের সাথে সাথে দক্ষতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব দেয়া হবে। গুণগত ও বিশ্বস্ত (Reliable) সেবার মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দক্ষতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

৫.১০.৩. রক্ষণাবেক্ষণ

রক্ষণাবেক্ষণ পরিকল্পনায় পর্যাপ্ত অর্থায়ন পরিমান ও ধরণ, যোগানদাতা, পদ্ধতি পরিবর্তন বিষয়গুলো অর্ন্তভুক্ত করা হবে। নিয়মিত (Routine) রক্ষণাবেক্ষণ, দৈনন্দিন (Mobile) রক্ষণাবেক্ষণ, সময় ভিত্তিক (Periodic) রক্ষণাবেক্ষণ, জরুরী রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসনসহ সকল পদক্ষেপসমূহ সুস্পষ্টভাবে গ্রহণ করা হবে।

৫.১০.৪. চাহিদা ব্যবস্থাপনা

চাহিদা ব্যবস্থাপনায় লক্ষ্যের সাথে সমন্বয় করে উপযুক্ত ব্যবহার কর (User Fees) আরোপ করা হবে। ক্ষেত্র বিশেষে ভর্তুকি প্রদানের মাধ্যমে নিম্ন আয়ের ব্যবহারকারীদের ন্যূনতম চাহিদা মেটানো হবে। অপব্যয় রোধ এবং যোগানের সাথে বর্ধিত চাহিদা সমন্বয়ের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হবে।

৫.১০.৫. অবকাঠামো নির্মাণে অর্থায়ন

সরকার স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, উন্নয়ন অংশীদার, ব্যক্তি খাতের উদ্যোক্তারা অর্থায়নের প্রধান উৎস হলেও অবকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদান অর্থায়নের মূল উৎস হিসাবে বিবেচিত হয়। সরকারি খাতে বাজেট ঘাটতি ও সামাজিক খাতের চাহিদা মেটানোর জন্য নিম্নবর্ণিত

সকল স্থানীয় উৎসের দিকে দৃষ্টি দেয়া হবেঃ

- ব্যবহার চার্জ
- উন্নয়ন চার্জ
- ভূমি পুনর্বিন্যাস
- স্থায়ী রাজস্ব
- ঋণ
- ব্যক্তি খাত থেকে প্রদত্ত অনুদান
- সমঝোতা স্মারক

## ৫.১১. নগর পরিবহন ব্যবস্থাপনা

### ৫.১১.১. নতুন অবকাঠামো পরিকল্পনায় নগর পরিবহন

পরিবহন গতিপথ উন্নয়নের বিষয়টি অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনায় নিয়ে ভূমি ব্যবহার পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। বিক্ষিপ্তভাবে গড়ে উঠার পরিবর্তে নগর নির্ধারিত পরিকল্পনা অনুসারে গড়ে উঠতে পারে। কর্মস্থল, শিক্ষালয়, স্বাস্থ্যসেবা, বাজার, ধর্মীয় উপাসনালয় অন্যান্য মৌলিক প্রয়োজনীয় স্থানে সহজে যাতায়াত নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা হবে।

### ৫.১১.২. যাতায়াত সেবার ব্যবস্থা

পরিবহন সেবার প্রকৃতি, বিন্যাস, গঠন ও পরিচালনা পদ্ধতি বিবেচনায় এনে নগর পরিবহন নীতি প্রণয়ন করা হবে।

### ৫.১১.৩. পথচারীদের অগ্রাধিকার

নগর পরিবহন নীতিমালা ও পরিকল্পনায় পথচারীদেরকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া হবে। পথচারীদের হাঁটার জন্য পর্যাপ্ত ফুটপাতের সুযোগ রাখা হবে যা সকল ধরণের অবৈধ দখল হতে মুক্ত থাকবে। কিছু রাস্তাকে শুধুমাত্র হাঁটার প্রয়োজনে ২৪ ঘন্টার জন্য অথবা দিনে বা রাতে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য ‘হাঁটার রাস্তা’ হিসাবে ঘোষণা করা হবে।

### ৫.১১.৪. আনুষ্ঠানিক খাতের পরিবহন সেবা

নগরের স্থানীয় সংস্থাসমূহ আইনগতভাবে কার্যকর আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক গণপরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন করবে। ফলে দরিদ্রসহ সকল শ্রেণীর নগরবাসীর সহজে গণপরিবহনে অভিগম্যতা বৃদ্ধি পাবে।

### ৫.১১.৫. অযান্ত্রিক যানবাহন

শহর এলাকা বিশেষ করে ছোট ও মাঝারি শহরে অযান্ত্রিক যানবাহন(রিক্সা/ভ্যান) বেশীরভাগ স্থান দখল করে আছে (হাঁটা পথ ছাড়া) এবং নিকট ভবিষ্যতে তা আরও বৃদ্ধি পাবে। আলাদা লেনের ব্যবস্থা রেখে বাই-সাইকেলের ব্যবহারকে উৎসাহিত করা হবে।

### ৫.১১.৬. গণপরিবহনের উন্নয়ন

মেগাসিটি/মেট্রোপলিটন সিটিসমূহে গণপরিবহন ব্যবস্থা বিশেষ করে সার্কুলার ট্রেন, কমিউটার ট্রেন এমআরটি, বিআরটি, বৃত্তাকার নৌপথ ইত্যাদি উন্নয়নে অগ্রাধিকার এবং দ্বিতল-বাসসহ বড় আকারের বাসের সংখ্যা বৃদ্ধির পদক্ষেপ নেয়ার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বরাবর সুপারিশ ও সহযোগিতা প্রসারিত করা হবে। ঢাকা ও চট্টগ্রামে দ্রুতগামী বাস সড়ক

(Rapid Bus Transit) নির্মাণের মাধ্যমে বেশী যাত্রী পরিবহন ক্ষমতাসম্পন্ন বাসের জন্য পৃথক লেন এর ব্যবস্থা করা হবে।

৫.১১.৭. মহানগরীর আশে-পাশের শহর ও নগরসমূহের মধ্যে সংযোগ শক্তিশালীকরণ

মহানগরীসমূহের পরিবহন ও আবাসিক খাতের উপর অত্যধিক চাপ নিরসনে মহানগরী ও আশেপাশের শহর ও নগরের মধ্যে পরিবহন যোগাযোগ আরও শক্তিশালী করা হবে। আরামদায়ক বাস ও রেলভিত্তিক যাতায়াত সেবা (কম্যুটার সার্ভিস) প্রবর্তনের সুপারিশ করা হবে।

৫.১১.৮. সরকারি বনাম বেসরকারি/ব্যক্তি খাতের ব্যবস্থা

বেসরকারী পরিবহন পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে বিআরটিসির সঙ্গে যৌথভাবে সড়ক পরিবহন খাতে সেবা প্রদানে দায়িত্ব প্রদান করা হবে। পূর্ণ প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে উক্ত কর্মকান্ড পরিচালিত হবে। সড়ক পরিবহন ও পরিযান সেবা প্রদানে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম নিয়মিত পরিবীক্ষণ করা হবে।

৫.১১.৯. বৃত্তাকার এবং নগর অভ্যন্তরীণ জলপথ

বৃত্তাকার ও নগর অভ্যন্তরীণ জলপথকে ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসনের কার্যকর বিকল্প পথ হিসাবে গড়ে তোলার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বরাবর সুপারিশ করা হবে।

৫.১১.১০. বড় শহরসমূহের চারপাশের বিকল্প পথ

শহর সংযোগকারী সকল জাতীয় সড়ককে বিশেষতঃ বড় শহরের ক্ষেত্রে শহর এলাকার বাইরে বিকল্প পথ (বাইপাস সড়ক) নির্মাণ সুপারিশ করা হবে। ভৌত পরিকল্পনার আবশ্যিক পর্ব হিসাবে উক্ত সকল বিকল্প পথকে মহাপরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। উক্ত সড়কসমূহের উভয় পাশের ভূমির অকৃষি মিশ্র ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

৫.১১.১১. মহানগরীসমূহের পরিবহন সেবার জন্য প্রতিষ্ঠান

ঢাকা মহানগরীর পরিবহন ব্যবস্থাপনার জন্য গঠিত ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) রাজউক এবং সিটি কর্পোরেশনের সাথে নিবিড় সমন্বয়ের ভিত্তিতে কাজ করবে। এ সমন্বিত কার্যক্রম মূল্যায়নের ভিত্তিতে অন্যান্য মহানগরীতে একই ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৫.১১.১২. অন্যান্য শহরের জন্য প্রতিষ্ঠান

স্থানীয় নগর পরিবহন সুবিধা, ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়ের জন্য মহানগরী ব্যতীত অন্যান্য নগর ও শহরের ক্ষেত্রে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ দায়িত্ব পালন করবে।

৫.১১.১৩ নারী, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের গণপরিবহনে চলাচলের বিষয়কে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনায় নিয়ে সকল ধরণের নগর পরিবহন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে।

## ৫.১২. জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষা ব্যবস্থাপনা

৫.১২.১ সকলের জন্য প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত বাধ্যতামূলক এবং মেয়েদের জন্য উচ্চমাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা ।

৫.১২.২ নগর পরিকল্পনায় নগর এলাকার জন্য মাধ্যমিক স্তর থেকে উচ্চতর শিক্ষা পর্যন্ত নির্দিষ্ট শিক্ষা অঞ্চলের সুবিধা রাখা।

৫.১২.৩ প্রাথমিক, অনানুষ্ঠানিক এবং কারিগরী শিক্ষার জন্য নারী ও প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা।

৫.১২.৪ নারী ও প্রতিবন্ধীদের বিশেষ প্রয়োজনকে গুরুত্ব দিয়ে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য

প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা হবে।

৫.১২.৫ হাসপাতাল, ক্লিনিক ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সেবার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ এলাকা নির্দিষ্ট করা এবং আবাসিক এলাকায় বড় পরিসরে সেবা কেন্দ্র নির্মাণ নিষিদ্ধ করা।

৫.১২.৬ মাদকাসক্তি এবং ঝুঁকিপূর্ণ রোগে আক্রান্তদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

৫.১২.৭ এইডস এর সম্ভাব্য ঝুঁকি মোকাবেলার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা।

৫.১২.৮ শিক্ষা বিস্তার ও স্বাস্থ্যকর নগর উন্নয়নের জন্য জনসচেতনতা ও প্রচারণা কার্যক্রম শুরু করা।

**৫.১৩ নগর সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন**

৫.১৩.১. শহরের প্রশাসনিক এলাকার মধ্যে ধর্মীয় ও সামাজিক সম্প্রদায়সমূহের অধিকার রক্ষা করা।

৫.১৩.২. সকল সম্প্রদায়ের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় অধিকার/উৎসব পালনে সহায়তা প্রদান করা।

**৫.১৪ জেন্ডার সচেতনতা ও সংবেদনশীলতা প্রতিষ্ঠা**

৫.১৪.১ সরকার, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (NGO) পাড়া/মহলণ্ঢাভিত্তিক সংগঠন (CBO), মহিলা সংস্থা ও অন্যান্য আগ্রহী সংস্থার সহযোগিতায় জেন্ডার সংবেদনশীল নগর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার কৌশল প্রণয়ন।

৫.১৪.২ অবকাঠামো ও মৌলিক নাগরিক সুবিধা সংক্রান্ত কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নারীর কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

৫.১৪.৩ নারীদের কর্মসংস্থান বিশেষ করে দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থানের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় খাতে নারীর কাজের সুযোগ ও পরিবেশ সৃষ্ঠির জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৫.১৪.৪ অর্থসংস্থান, ভূমি ও বাসস্থান প্রাপ্তিতে নারীর অধিকার বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া।

৫.১৪.৫. মহিলা কাউন্সিলর ও পুরুষ কাউন্সিলরগণের দায়িত্ব ও কর্তব্যে সমতা নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ।

৫.১৪.৬ বয়স ও জেন্ডারভিত্তিক তথ্য পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া।

**৫.১৫. নারী, শিশু, বয়স্ক, প্রতিবন্ধী, পথশিশু, ভবঘুরে ও সকল নাগরিকের অধিকার সংরক্ষণ**

৫.১৫.১ শিশুদের জন্য সামাজিক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য সেবা এবং আবাসন ব্যবস্থা উন্নত করা।

৫.১৫.২ শহর পরিকল্পনা এবং ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের মৌলিক সেবা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ।

৫.১৫.৩ শিশুদের সব ধরণের নির্যাতন থেকে রক্ষা করা।

৫.১৫.৪. কর্মজীবি মায়ের শিশু লালন-পালনের জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা।

৫.১৫.৫ শিশু শ্রম সংক্রান্ত আইনের যথাযথ প্রয়োগ।

৫.১৫.৬ অপুষ্টি দূরীকরণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করা।

৫.১৫.৭ পথশিশু, বয়স্ক, ভবঘুরে এবং প্রতিবন্ধীদের স্বাভাবিক সমাজবদ্ধ আচরণে উদ্বুদ্ধ করা।

৫.১৫.৮ দারিদ্র হ্রাসকরণ কৌশলপথ ও কার্যক্রম পরিকল্পনার আলোকে পথশিশু, বয়স্ক, ভবঘুরে এবং প্রতিবন্ধীদের জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করা।

**৫.১৬ যুব সমাজকে সম্পদ হিসেবে ব্যবহার**

৫.১৬.১ নগরে যুব শ্রেণীর কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় খাতেই প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা।

৫.১৬.২ যুব শ্রেণীর কর্মসংস্থানের সুবিধার জন্য ঋণ সুবিধা সহজলভ্য করা।

৫.১৬.৩ যুব শ্রেণীর আবাসন সুবিধা বৃদ্ধির জন্য ব্যাচেলর হোস্টেল বা ডরমিটরিসহ উপযুক্ত

ব্যবস্থা রাখা।
৫.১৬.৪ যুব শ্রেণীর দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।
৫.১৬.৫ যুব শ্রেণীর শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশের জন্য খেলার মাঠ, বিনোদন কেন্দ্রসহ আনুষঙ্গিক সুবিধাদির ব্যবস্থা করা।
৫.১৬.৬ যুব শ্রেণীর সৃজনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করা।
৫.১৬.৭ যুব শ্রেণীর সদস্যদের দেশ গঠনমূলক নানাবিধ স্বেচ্ছাসেবী কর্মকান্ডের সাথে সম্পৃক্ত করে নেতৃত্ব গ্রহণে উৎসাহিত করা।

**৫.১৭ বিনোদনের ব্যবস্থা, খেলার মাঠ, পার্ক, উন্মুক্ত স্থান, জলাশয়, কবরস্থান এবং শ্মশান ঘাট সংরক্ষণ**

৫.১৭.১ মহাপরিকল্পনা ও ভৌত পরিকল্পনা নীতিমালা অনুসারে শহরের মধ্যে সঠিক অবস্থানে পরিকল্পিত খেলার মাঠ, পার্ক এবং বিনোদনের স্থান নির্ধারণ করা। প্রয়োজন অনুসারে জাতীয় পর্যায়ে স্টেডিয়াম ও উন্মুক্ত খেলাধূলার সুবিধা প্রতিষ্ঠা করা।
৫.১৭.২ যেসব এলাকা এখনও পরিপূর্ণভাবে গড়ে ওঠেনি সেসব এলাকায় পার্ক, খেলার মাঠে অবৈধ কার্যকলাপের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৫.১৭.৩ শহর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের পাহাড়, জলাধার এবং বন সম্পদ জনগণের বিনোদনের স্বার্থে উন্মুক্ত স্থান হিসেবে সংরক্ষণ করা।
৫.১৭.৪ মেলা, র‌্যালী, জাতীয় দিবস পালনের জন্য জনসাধারণের জমায়েত হওয়ার সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে শহর এলাকায় ছোট ও বড় আকারের উন্মুক্ত স্থান/উদ্যান স্থাপন করা।
৫.১৭.৫ শহর এলাকায় প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে কবরস্থান ও শ্মশান ঘাটের ব্যবস্থা রাখা।

**৫.১৮ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও  নান্দনিকতার উন্নয়ন**

৫.১৮.১ শহরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য এবং প্রথার প্রতিফলন সম্বলিত স্থাপনা সংরক্ষণ করার জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ ও বিলুপ্তি থেকে রক্ষা করা।
৫.১৮.২ শহরের উন্মুক্ত এলাকায় ভাস্কর্য, দৃষ্টিনন্দন স্থাপনা, ঝর্ণাসহ অন্যান্য ল্যান্ডস্কেপিং করে ভৌত উন্নয়ন এবং সৌন্দর্য বর্ধন করা।
৫.১৮.৩  শহর পরিকল্পনায় সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখা হবে। এক্ষেত্রে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র উন্মুক্ত মঞ্চ, প্রদর্শনীর জায়গা এবং খেলাধূলার জন্য জায়গা রাখার ব্যবস্থা করা।
৫.১৮.৪ সাংস্কৃতিক এবং ঐতিহাসিক ভৌত কাঠামোসমূহ যেমনঃ ইমারত, রাস্তা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ঐতিহাসিক স্থাপনা, প্রাকৃতিক জলাধার, বাগান, বড় বৃক্ষ, পাহাড়, ধর্মীয় স্থান ইত্যাদি সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে সংশিণ্টষ্ট সরকারি সংস্থা থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়া।
৫.১৮.৫ ঢাকা ও অন্যান্য শহরে পরিকল্পিতভাবে নান্দনিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থাপনা তৈরী এবং বাণিজ্যিক ভবনসমূহ উপযুক্ত স্থানে নির্মাণ করার লক্ষ্যে সরকার উন্মুক্ত জায়গাগুলো ব্যবহারের যথাযথ পরিকল্পনা ও নীতিমালা তৈরী করবে। বিলবোর্ড এবং রাস্তার পার্শ্বে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের বোর্ডগুলো রাস্তার সৌন্দর্য বৃদ্ধি, গাছপালা সংরক্ষণ ও যানবাহন চলাচলের বিষয় বিবেচনা করে স্থাপনের অনুমোদন প্রদান করা।

**৫.১৯. পলণ্টী-শহর সংযোগ স্থাপন**

৫.১৯.১ শহর এবং পলণ্টী এলাকার মধ্যে যোগাযোগ স্থাপনের জন্য পরিবহন, বিদ্যুৎ এবং টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপনে পর্যাপ্ত বিনিয়োগ করে পলণ্টী এলাকায় উৎপাদন বৃদ্ধি করে বাজার, কর্মকেন্দ্র এবং সরকারি সেবাকেন্দ্রে পলণ্টী জনগণের প্রবেশের সুযোগ তৈরী করা।
৫.১৯.২ ছোট এবং মাঝারী শহর কেন্দ্রগুলোকে গ্রাম এলাকার সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে যুক্ত করে হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সরকারী অফিসের সেবা পাওয়ার পাশাপাশি গ্রামে উৎপাদিত দ্রব্যাদি বাজারে বিক্রয় করার সুযোগ নিশ্চিত করা।
৫.১৯.৩  সমন্বিত নগর ও পলণ্টী উন্নয়নে আঞ্চলিক পরিকল্পনা তৈরী করতঃ সর্বসাধারণের

বসতির জন্য একটি সমন্বিত পদ্ধতি প্রণয়ন করা হবে। ছোট গ্রামগুলো উৎপাদনের স্থান, মাঝারী কমিউনিটি এবং আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলো উৎপাদন কেন্দ্র এবং পণ্য ও সেবা বিতরণ কেন্দ্র এবং বড় শহর জাতীয় অর্থনীতি এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করবে।

৫.১৯.৪ জেলা ভিত্তিক আঞ্চলিক পরিকল্পনা নিম্ন থেকে উর্দ্ধমূখী প্রয়োজনীয়তার আলোকে প্রণয়ন করা হবে। পলণ্টী অঞ্চলে পরিকল্পনা হবে ইউনিয়ন ভিত্তিক এবং শহর এলাকায় এটি হবে পৌরসভা ভিত্তিক। জেলা পর্যায়ে আঞ্চলিক পরিকল্পনাগুলো জাতীয় ও আঞ্চলিক পর্যায়ের পরিকল্পনার সাথে সমন্বয়পূর্বক তৈরী করা হবে। এসব পরিকল্পনা সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বাস্তবায়ন উৎসাহিত করা হবে।

## ৫.২০ আইন শৃঙ্খলা উন্নয়ন

৫.২০.১ সরকার আইনের বিধি-বিধানসমূহ প্রয়োগ করে জনসাধারণের প্রাত্যহিক জীবনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

৫.২০.২ সামাজিক অস্থিরতা প্রতিরোধে সরকার বিদ্যমান আইনগুলো পর্যালোচনা করে সময়োপযোগী করবে।

৫.২০.৩ পুলিশী ও অন্যান্য বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে নগর এলাকায় মাদক ও সন্ত্রাস প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

৫.২০.৪ নগর সমাজ জীবনের সামগ্রিক আইন-শৃংখলা উন্নয়নে করণীয় বিষয়সমূহ চিহ্নিত করে সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

৫.২০.৫ আইন-শৃংখলা রক্ষায় জনগণের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করা হবে। পৌর পুলিশ/নগর পুলিশ আইন-শৃংখলা রক্ষায় সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করবে।

## ৫.২১ প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন

৫.২১.১ নগর ও শহর ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় বিষয়াদি সংযোজন করা।

৫.২১.২ আইন বিধি ও নীতিমালা বাস্তবায়ন এবং সময়মত হালনাগাদ করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা।

৫.২১.৩ নগর উন্নয়নের প্রেক্ষিতে অঞ্চল অনুযায়ী উদ্ভূত বিষয় ও চাহিদা পর্যালোচনা করা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী আইন সংশোধন অথবা প্রণয়ন করা।

৫.২১.৪ নগর, গ্রামীণ এবং আঞ্চলিক পরিকল্পনা আইন (যেমনঃ অবকাঠামো পরিকল্পনা আইন) প্রণয়ন করা।

৫.২১.৫ দেশের সকল শহরের ইমারত নির্মাণ, নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি'র জন্য প্রচলিত আইন ও বিধিসমূহ হালনাগাদ অথবা নতুনভাবে প্রণয়ন করে সকল শহরের উপযোগী আইন/বিধি প্রণয়ন করা।

## ৫.২২ নগর গবেষণা, তথ্য ভান্ডার প্রতিষ্ঠা এবং প্রশিক্ষণ

৫.২২.১ নগর সংক্রান্ত গবেষণার গুরুত্ব বিবেচনায় নগর গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপনে প্রয়োজনীয় অর্থায়ন করা।

৫.২২.২ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নগর অঞ্চল/গ্রামীণ পরিকল্পনা এবং ভূগোল ও পরিবেশ বিদ্যা বিভাগসমূহকে শক্তিশালী করা।

৫.২২.৩ সরকারি/স্বায়ত্ব শাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের নগর গবেষণা কার্যক্রমকে শক্তিশালী করা হবে।

৫.২২.৪ বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের নগর পরিকল্পনা ক্ষেত্রে গবেষণায় সহায়তা প্রদান করা হবে।

৫.২২.৫ নগর ও পলণ্টী প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ সংস্থার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য আর্থিক ব্যবস্থাপনা, আইন ও পরিকল্পনা বিষয়ে প্রশিক্ষণের দায়িত্ব দেয়া হবে। বেসরকারি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সংস্থাকে স্থানীয় সরকারের সক্ষমতা, দক্ষতা বৃদ্ধির

কাজে ব্যবহার হবে।
৫.২২.৬ নগর সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য করা হবে।
৫.২২.৭ প্রতিটি স্থানীয় নগর সরকার জনগণের ব্যবহার ও গবেষণার জন্য তথ্যকেন্দ্র স্থাপন করবে।

## ৫.২৩ ইনক্লুসিভ ধারণা প্রবর্তন

৫.২৩.১ নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ অবকাঠামো ও অন্যান্য আর্থ-সামাজিক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্ব স্ব ভৌগলিক সীমানায় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয় করে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে।
৫.২৩.২ নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সেবার ধরণ অনুসারে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্ত করে ইনক্লুসিভ ধারণার কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে সেবার গুনগতমান বৃদ্ধির জন্য কার্যকরী পদক্ষেপ নিশ্চিত করবে।
৫.২৩.৩ সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে কারিগরী জ্ঞানের আদানপ্রদানসহ পারস্পারিক আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে ইনক্লুসিভ ধারণা বাস্তবায়ন করা হবে এবং অন্যান্য দেশের নগর ও শহরে বাস্তবায়িত ইনক্লুসিভ ধারণার কার্যক্রম পর্যালোচনাপূর্বক বাংলাদেশের নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের উপযোগী করে বাস্তবায়ন গাইডলাইন প্রস্তুত করা হবে।